আল ওসীয়্যত

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আল্ ওসীয়্যত

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশক
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পাঞ্জাব

আল্ ওসীয়্যত

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)

ভাষান্তর	ঃ	মৌলভী এ.এইচ.এম আলী আনোয়ার
কম্পোজিং	ঃ	বুশরা হামিদ
বর্তমান সংস্করণ	ঃ	জানুয়ারী, ২০২২ (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়া'ত সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	:	Al- Wasiyyat
Author	:	Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani The Promised Messiah & Mahdi [as]
Translator	:	Maulana A. H. M. Ali Anwar
Composing	:	Bushra Hamid
Edition	:	January, 2022 (India)
Copies	:	500
Edited by	:	Bangla Desk, Qadian
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের নিবেদন

১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালাম *'আল্ ওসীয়্যত'* শিরোনামে একটি অনবদ্য ও অসাধারণ উর্দূ প্রবন্ধ রচনা করেন, যা সর্বপ্রথম ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তিতে গ্রন্থটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ মরহুম মৌলভী এ.এইচ.এম আলী আনোয়ার সাহেব (বাংলাদেশ) করেছেন।

গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা। সেটিং করেছেন জনাব কাজী আয়াজ মহম্মদ, মোয়াল্লেম সিলসিলাহ্। গ্রন্থটির পর্যবেক্ষণ ও মূল উর্দূর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান, জনাব আবু তাহের মন্ডল সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়া'ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ। প্রুফ দেখেছেন মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর অনুমোদনে গ্রন্থটি কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্ তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রন সার্বিক ভাবে কল্যাণময় করুন। আমিন।

জানুয়ারী, ২০২২

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

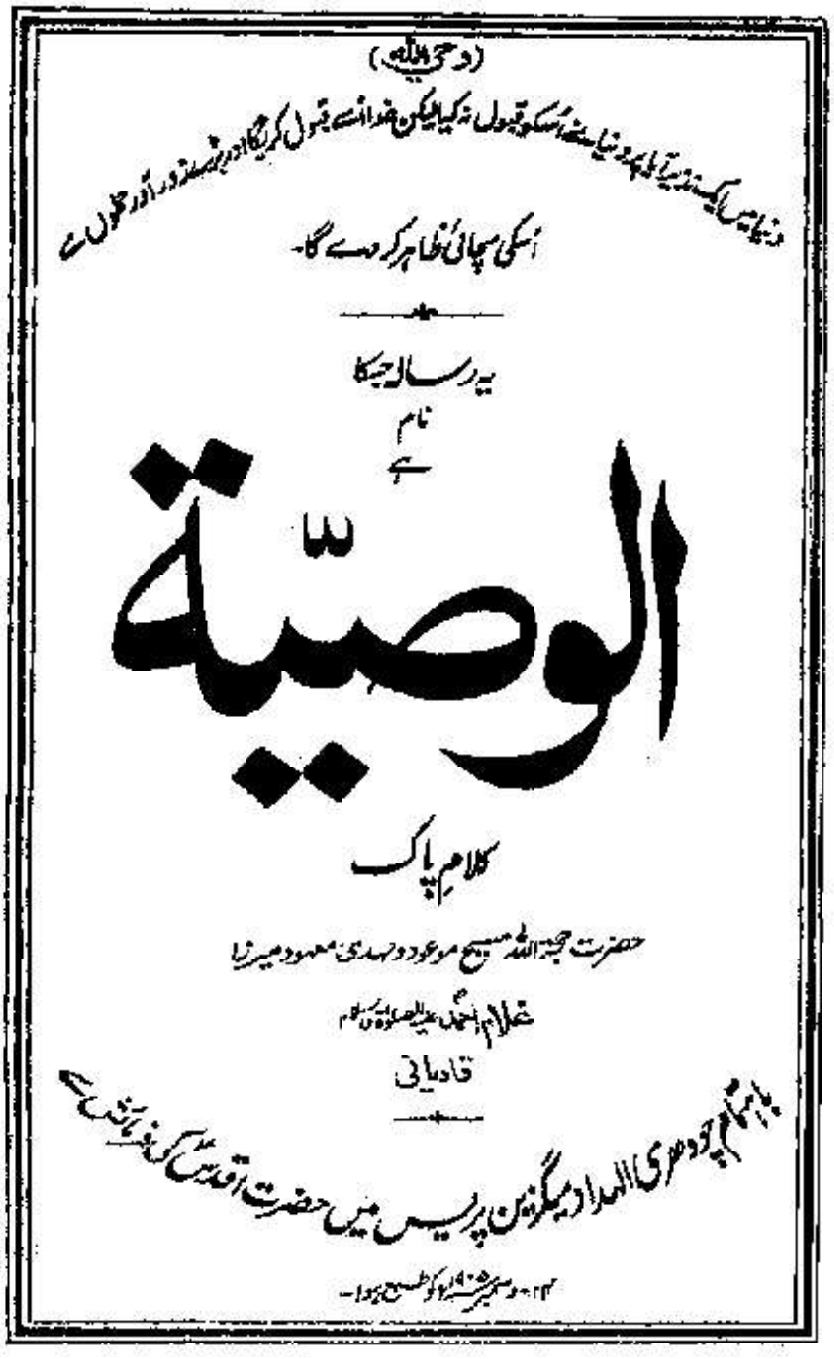

(وحی اللہ)

دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسکو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کریگا اور بڑے زور آور حملوں سے
اسکی سچائی ظاہر کر دے گا۔

یہ رسالہ جسکا
نام
ہے

الوصیۃ

کلام پاک

حضرت حجۃ اللہ مسیح موعود و مہدی معہود میرزا
غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام
قادیانی

باہتمام چودھری اللہ داد میگزین پریس میں حضرت اقدس کی خواہش سے
۲۴ دسمبر ۱۹۰۵ء کو طبع ہوا۔

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৯০৫

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী *(১৮৩৫-১৯০৮)*

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালাম

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম

পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-এর ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

ভূমিকা

পুস্তিকাটি ১৯০৫ সালে রচিত হয়। এই পুস্তিকাতে হুজুর (আ.) ঐ সমস্ত ঐশী বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন যেগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল যে তাঁর মৃত্যু সন্নিকটে। নবীর তিরোধানের পর তাঁর জাতির মধ্যে যে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে হুজুর (আ.) তাঁর জামা'ত কে সান্ত্বনা প্রদান করে বলেছেন যে অতীত থেকে আল্লাহ্ তা'লা দুই প্রকারের নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন।(১) প্রথম কুদরত যা স্বয়ং নবীর স্বত্বা হয়ে থাকে। (২) আর নবীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কুদরত (কুদরতে সানিয়া) প্রকাশ পায়। যেমনটা আঁ হযরত (সা.) র মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকর (রা.) কে দন্ডায়মান করেন যিনি ইসলামকে বিলুপ্তি হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ হুজুর (আ.) যেখানে তাঁর আসন্ন মৃত্যু সংক্রান্ত সংবাদ প্রদান করেছেন সেই সাথে খিলাফতের এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থাপনা অব্যাহত থাকা সম্পর্কে তাঁর জামা'তকে সুসংবাদও প্রদান করেছেন। হুজুর (আ.) দ্যর্থহীন ভাষায় হযরত আবুবকর (রা.)-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন -

"সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।"

(আল্ ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন,২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)

২. এই পুস্তিকাটিতে হুজুর (আ.) ঐশী আকাঙ্খার অধীনে ইসলামের প্রসার এবং কুরআনের অনুশাসনগুলির প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি চিরস্থায়ী, স্বতন্ত্র এবং ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। যা কিনা ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা নামে বিখ্যাত। এবং এটিই আগামী পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে **নব্য ব্যবস্থাপনা** প্রমাণিত হবে। যার অধীনে

ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিটা ওসীয়্যতকারীকে তার উপার্জন এবং সম্পদের এক দশমাংশ এই সিলসিলাহ্‌কে প্রদান করতে হবে। ওসীয়্যতকারীর জন্য ব্যক্তিগত ভাবে খোদাভীরু, অবৈধ জিনিষ থেকে দূরত্ব বজায়কারী, শিরক্ এবং বেদাত পরিহারকারী এবং সৎ হওয়াও বাঞ্ছনীয়। হুজুর (আ.) ঐশী নির্দেশনায় এমন ওসীয়্যতকারীগণের জন্য একটি কবরস্থান নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন,

"আমি দোয়া করছি খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং একেই 'বেহেশতী মাকবেরায়' পরিণত করেন। জামা'তের সেসব পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের যেন এটা নিদ্রাস্থান হয়, যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন, সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মাঝে এক পুণ্য পরিবর্তন সাধন করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

(আল্ ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১৬)

আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকাটির সাথে একটি পরিশিষ্টও বিদ্যমান। যেখানে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা এবং বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে দাফনের বিস্তারিত নিয়মাবলী যা স্বয়ং হুজুর (আ.)-এর পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

পরিশেষে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত ২৯ জানুয়ারী ১৯০৬- এর কার্যবিবরণীর উল্লেখ আছে যা মূলত ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত।

.....☆.....☆.....

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

['বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর সকল প্রশংসা। তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.), তদীয় অনুবর্তী ও সহচরগণ–সবার প্রতি তাঁর আশিস ও শান্তি বর্ষিত হোক। –অনুবাদক]

অতঃপর যেহেতু মহামহিমান্বিত খোদা পুনঃপুনঃ ওহীর (ঐশীবাণী) মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী এবং এ সম্বন্ধে তাঁর ওহী এত উপর্যুপরি অবতীর্ণ হয়েছে যে, আমার অস্তিত্বকে ভিত্তি হতে টলিয়ে দিয়েছে এবং আমার জীবনের প্রতি আমাকে উদাসীন করে দিয়েছে। এই কারণে, আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও সেসব ব্যক্তি যারা আমার কথা দ্বারা লাভবান হতে পারেন, তাদের উদ্দেশ্যে কতগুলো উপদেশ লিখার প্রয়োজন মনে করি। তাই আমি প্রথমতঃ সেই পবিত্র ওহীর কথা বলব যা আমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে আমাকে এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছে। যে ওহীগুলো আরবী ভাষায় হয়েছিল, নিম্নে তা প্রদত্ত হল। পরে উর্দূ ওহীগুলোও লিখা হবে।

খোদাতা'লা বলেছেনঃ-

قَرُبَ اَجَلُکَ الْمُقَدَّرُ وَلَا نُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُخْزِیَاتِ ذِکْرًا۔ قَلَّ مِیْعَادُ رَبِّکَ وَلَا نُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُخْزِیَاتِ شَیْئًا۔ وَاِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُھُمْ اَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ۔ تَمُوْتُ وَاَنَا رَاضٍ مِّنْکَ۔ جَائَ وَقْتُکَ وَنُبْقِیْ لَکَ الْاٰیَاتِ بَاھِرَاتٍ۔ جَائَ وَقْتُکَ وَنُبْقِیْ لَکَ الْاٰیَاتِ بَیِّنَاتٍ۔ قَرُبَ مَاتُوْعَدُوْنَ۔ وَاَمَّا بِنِعْمَۃِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ۔ اِنَّہٗ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ وَیَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ۔

অনুবাদঃ ‘তোমার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়েছে। আমি তোমার সম্পর্কে এমন কোন বিষয়ের চিহ্নও রাখব না যার আলোচনা তোমার অবমাননার কারণ হতে পারে। তোমার জন্য খোদার নিরূপিত কাল সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। আমি এমন সব আপত্তির অপনোদন করব এবং সেসব বিষয়ের কিছুই অবশিষ্ট থাকতে দিব না যার আলোচনা তোমার অবমাননার উদ্দেশ্যে হবে। এ শক্তি আমাদের আছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের সম্বন্ধে আমাদের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তার মধ্যে কতগুলি (বাস্তবায়িত করে) তোমাকে প্রদর্শন করি অথবা তার পূর্বেই তোমাকে মৃত্যু দান করি। তুমি সেই অবস্থায় মৃত্যুলাভ করবে, যে অবস্থায় আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব। তোমার সত্যতা নিরূপণের জন্য প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ আমি চিরদিন বিদ্যমান রাখব। যা অঙ্গীকার করা হয়েছে তা সন্নিকট। আপন প্রভুর যে সব নেয়ামত তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, লোকের কাছে তা ব্যক্ত কর। যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য্য ধারণ করে, খোদা এমন পুণ্যবান সাধুদের পুরস্কার কখনো নষ্ট করেন না।’

এখানে স্মরণ রাখতে হবে, খোদাতা’লা বলেছেন, ‘আমি তোমার সম্বন্ধে এমন কোন আলোচনা অবশিষ্ট রাখব না যা তোমার অবমাননা ও সম্মান হানির কারণ হয়।’

এর দু’টি অর্থ আছে। প্রথমত অবমাননার উদ্দেশ্যে যে সব আপত্তি প্রচার ও অপপ্রচার উত্থাপন করা হয় তা তিনি দূর করে দিবেন এবং সেই সব আপত্তির চিহ্নমাত্র থাকবে না। দ্বিতীয়ত যে সব ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি তাদের দুষ্টামী পরিহার করে না এবং কুৎসিত আলোচনা হতে নিবৃত্ত হয় না, এমন ব্যক্তিদেরকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিব এবং তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করব। তাদের লয় পাওয়ার সাথে তাদের বৃথা আপত্তিগুলিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অতঃপর খোদাতা’লা আমার মৃত্যু সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় নিম্নলিখিতবাণী

দ্বারা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

''بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اُس دن سب پر اُداسی چھا جائے گی۔ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ بعد اِس کے تمہارا واقعہ ہوگا تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا''

[অর্থাৎ–'অতি অল্পদিন অবশিষ্ট আছে। সেদিন সবার উপর উদাসীনতা ছেয়ে যাবে। এটি হবে, এটি হবে, এটি হবে। এর পর তোমার ঘটনা সংঘটিত হবে। সব দৈব-দুর্যোগ ও অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ প্রদর্শনের পর তোমার ঘটনা উপস্থিত হবে।'- অনুবাদক]

এ দুযোর্গ সম্বন্ধে আমাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা এই যে, মৃত্যু পৃথিবীর সব জায়গায় তার হাত প্রসারিত করবে, ভূমিকম্প হবে এবং প্রচণ্ডভাবে হবে, মহাপ্রলয়ের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে, ভূ-পৃষ্ঠ আবর্তিত ও বিবর্তিত হবে, অনেকেরই জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর যারা তওবা করবে এবং পাপকর্ম থেকে বিরত হবে, খোদা তাদের প্রতি দয়া করবেন। প্রত্যেক নবীই এই যুগ সম্বন্ধে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তদ্‌সমুদয়ই এখন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যারা চিত্তশুদ্ধি করবে এবং খোদার পছন্দনীয় পথসমূহ অবলম্বন করবে তাদের কোনই ভয় নাই এবং তাদের কোন দুঃখও থাকবে না। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ-

تُو میری طرف سے نذیر ہے میں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کئے جائیں

[অর্থাৎ–"তুমি আমার পক্ষ হতে সতর্ককারী। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি যেন আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী অপরাধীদেরকে সদাচারী সাধুদের থেকে পৃথক করা যায়"। অনুবাদক] তিনি আরো বলেছেন :-

دُنیا میں ایک نذیر آیا پر دُنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا - میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

অর্থাৎ– 'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি; কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। * আমি তোমার প্রতি এমন আশিস বর্ষণ করবো যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে' (অনুবাদক)।

ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প সম্বন্ধে; যা এক ভীষণ ভূমিকম্প হবে, আমাকে খোদাতা'লা সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ-

'پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی'

অর্থাৎ–"আবার বসন্ত এসেছে, খোদার কথা আবার পূর্ণ হয়েছে।" -(অনুবাদক)

সুতরাং একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হওয়া আবশ্যক; কিন্তু সদাচারী (পুণ্যবান) সাধুগণ এথেকে নিরাপদ থাকবেন। **অতএব, সাধু হও এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করো যেন রক্ষা পাও। আজকের দিনে**

** পৃথিবী চোখ উন্মীলন করলে দেখতে পেতো, আমি শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশ এখন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং হাদীসসমূহের বর্ণনানুসারে ঠিক আমার দাবির সময়ে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়ে গেছে। দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাবও হয়েছে, ভূমিকম্পও হয়েছে এবং আরো হবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা সংসার প্রেমে মত্ত, তারা আমাকে গ্রহণ করেনি।*

খোদাকে ভয় কর যেন সেদিনের ভয় থেকে নিরাপদ থাকতে পার। নিশ্চয়ই আকাশ কিছু প্রদর্শন করবে এবং পৃথিবী কিছু প্রকাশ করবে, কিন্তু খোদাভীরুদেরকে রক্ষা করা হবে।

খোদার বাণী আমাকে বলছে, নানান বিপর্যয় ও অঘটন প্রকাশ পাবে, বহু বিপদ পৃথিবীতে আপতিত হবে এবং কোনটি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হবে এবং কিছু আমার পরে প্রকাশিত হবে। তিনি এই সিলসিলাকে (জামা'তকে) পূর্ণ উন্নতি দান করবেন-কিছু আমার হাতে এবং কিছু আমার পরে ।

আর এটা খোদাতা'লার সুন্নত (রীতি) এবং যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সব সময়ই তিনি এ নিয়ম প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয়মণ্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ-

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِیْ ؕ (সূরা মুজাদালা 58 : 22)

(অর্থাৎ- খোদাতা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী থাকবেন।) 'গালাবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, যেহেতু রসূল ও নবীগণও ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন যে, খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কোন শক্তিই যেন এর মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয় সে অনুসারে খোদাতা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহ দ্বারা তাঁদের (নবীদের) সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদাতা'লা তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং এমন সময় তাদেরকে মৃত্যু দান করেন যখন বাহ্যিক ভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান

থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করার সুযোগ দেন। এরপর খোদাতা'লা নিজ কুদরতের অপর হাত দেখান এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য, যার কোন কোনটি অসম্পূর্ণ রয়েছিল, সেগুলিও পূর্ণতা পায়।

সংক্ষেপে, খোদাতা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেনঃ-

১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন ।

২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদাতা'লার এ 'মু'জিযা' দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন।

তখন খোদাতা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এমন ভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ-

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ

অর্থাৎ– 'এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন' -(সূরা নূর, 24 : 56)।

হযরত মূসা (আ.) এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বণী ইসরাঈলদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মিশর থেকে কেনানের পথে মারা যান। এতে বণী ইসরাঈলের মাঝে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হয়েছিল। তাওরাতে উল্লেখ আছে, বণী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর এ অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে চল্লিশ দিন ধরে কান্নাকাটি করেছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিলো। ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের একজন ধর্মচ্যুত হয়েছিলো।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহতা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদাতা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে

থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেছেন :-

مَیں اِس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا

অর্থাৎ- 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো' (অনুবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময় , তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো। প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী তাও তোমাদেরকে দেখানো হয়। নিজ মৃত্যুকে নিকটবর্তী জানবে; তোমরা জান না, সেই মুহূর্ত কখন আসবে । জামা'তের পবিত্রচেতা বুযূর্গগণ আমার পর আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবেন।*

** এমন ব্যক্তিরা মু'মিনদের সম্মিলিত রায়ে নির্বাচিত হবেন। যাঁর সম্বন্ধে ৪০ জন*

টীকা.....

খোদাতা'লা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সব সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তার ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক। এটাই খোদাতা'আলার অভিপ্রায় আর এজন্যেই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে। যে পর্যন্ত কেউ রূহুল কুদুস বা পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হয়ে দন্ডায়মান না হয় (সে পর্যন্ত) সবাই আমার পরে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে থাক।

টীকার পরবর্তী অংশ.....

মু'মিন একমত হয়ে বলবেন যে, তিনি আমার নামে লোকদের বয়আত নিবার উপযুক্ত, তিনি বয়আত নিবার অধিকারী।
তিনি নিজে অপরের জন্য আদর্শ হয়ে যত্নবান হবেন। খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ঃ

میں تیری جماعت کے لئے تیری ہی ذرّیت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اُس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے

অর্থাৎ 'আমি তোমার জামা'তের জন্য তোমারই বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান করব এবং তাঁকে আমার নৈকট্য ও ঐশী বাণীর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করবো। তাঁর দ্বারা সত্যের উন্নতি হবে এবং বহু লোক সত্যকে গ্রহণ করবে।

অতএব, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমরা স্মরণ রাখবে যে প্রত্যেকের পরিচয় তার জন্য নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যায় এবং তৎপূর্বে তাকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হতে পারে অথবা কোন ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ তাকে সমালোচনার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর। যেমন এক সময়ে যিনি একজন কামেল পুরুষ হবেন, নির্দিষ্ট কাল পূর্বে তিনিও মাতৃগর্ভে 'নুৎফা' (বীর্য) অথবা ঘনীভূত রক্তস্বরূপই অবস্থান করেন।

তোমাদের উচিত, তোমরাও সহানুভূতি ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা রূহুল কুদুস থেকে অংশ লাভ কর, কারণ রূহুল কুদুস ছাড়া প্রকৃত তাক্ওয়া লাভ হতে পারে না। প্রবৃত্তির বশবর্তিতা সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অনুসরণ করো, যা অপেক্ষা কোন পথই সঙ্কীর্ণতর নয়। দুনিয়ার ভোগবিলাসে মুগ্ধ হয়ো না কারণ, তা খোদা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। খোদার জন্য কঠোর জীবন অবলম্বন করো। যে বেদনায় খোদা সন্তুষ্ট হন তা সেই সুখ সম্ভোগ থেকে উত্তম, যার ফলে খোদা অসন্তুষ্ট হন। যে পরাজয়ে খোদা সন্তুষ্ট হন তা সেই বিজয় অপেক্ষা উত্তম, যা খোদার ক্রোধের কারণ হয়। সেই প্রেম পরিহার কর, যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে। তোমরা যদি বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হও তবে তিনি সব দিক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং কোন শত্রু তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। খোদার সন্তুষ্টি তোমরা কোন মতেই লাভ করতে পার না, যে পর্যন্ত তোমাদের সন্তুষ্টি, সুখ-ভোগ, তোমাদের মান-ইজ্জত, ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করে তাঁর পথে সেই দুঃখ ও কঠোরতা ভোগ না কর, যা তোমাদের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য উপস্থিত করে। কিন্তু যদি তোমরা জীবনে বেদনা ও দুঃখ ভোগ কর তবে এক প্রিয় সন্তানের মত খোদার কোলে স্থান পাবে। তোমাদেরকে ঐসব সাধু পুরুষদের উত্তরাধিকারী করা হবে যাঁরা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছেন এবং সব ধরনের কল্যাণের দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে । কিন্তু এমন ব্যক্তি অতি বিরল। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہئے۔ وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑھ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا۔

অর্থাৎ– 'তাক্ওয়া' এমন এক বৃক্ষ যা হৃদয়ে রোপন করতে হবে। সেই পানি, যদ্বারা 'তাকওয়া' লালিত পালিত হয়, গোটা উদ্যানকে উর্বর করে দেয়। তাকওয়া এমন এক মূল, যা না থাকলে সবই বৃথা এবং এটা বজায় থাকলে সবই বজায় থাকে। ঐ মানুষের বৃথা দাম্ভিকতায় কী লাভ, যে শুধু কথায় খোদা–অন্বেষণের দাবি করে, কিন্তু কদমে সিদক্ (অর্থাৎ–সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত) রাখে না' (অনুবাদক)।

দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে। 'জাহান্নাম' সেই আত্মার নিকটে, যার সব কামনা-বাসনা খোদার জন্য নয়, বরং কিছু খোদার জন্য এবং কিছু দুনিয়ার জন্য। সুতরাং তোমাদের উদ্দেশ্য সমূহে যদি পার্থিবতার অণুমাত্র সংমিশ্রণ থাকে, তবে তোমাদের সব ইবাদত বৃথা। এমন অবস্থায় তোমরা খোদার অনুবর্তিতা করনা বরং শয়তানের অনুবর্তিতা কর। তোমরা কখনো এ আশা করবে না, এমন অবস্থায় খোদা তোমাদের সাহায্য করবেন বরং এমন অবস্থায় তোমরা মাটির কীট ছাড়া আর কিছু নও এবং অল্পদিনে তোমরা সেভাবে নষ্ট হয়ে যাবে যেভাবে কীটগুলো নষ্ট হয়ে যায় আর তোমাদের মাঝে খোদা থাকবেন না বরং তোমাদেরকে ধ্বংস করে খোদা সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু যদি তোমরা প্রকৃতই নফ্সের দিক দিয়ে মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হবেন। আর যে গৃহে তোমরা বাস করতে তা আশিসপূর্ণ হবে। সেই প্রাচীরগুলোতে খোদার রহমত অবতীর্ণ হবে যা হবে তোমাদের গৃহের প্রাচীর এবং সেই শহর আশিসপূর্ণ হবে যে শহরে এমন ব্যক্তি বাস করবে। যদি তোমাদের জীবন, মরণ, তোমাদের প্রত্যেক কাজ, তোমাদের নম্রতা ও কঠোরতা কেবলমাত্র খোদার জন্য হয় এবং প্রত্যেক দুঃখ ও বিপদকালে তোমরা

খোদাকে পরীক্ষা করতে উদ্যত না হও এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না কর বরং সামনে অগ্রসর হও, তবে আমি সত্য সত্য বলছি, তোমরা খোদার এক বিশেষ জাতিতে পরিণত হবে। তোমরাও তেমনি মানুষ, যেমন আমি একজন মানুষ। আর সেই খোদা-ই আমার খোদা যিনি তোমাদেরও খোদা। সুতরাং নিজেদের সৎ বৃত্তিগুলো নষ্ট করো না, যদি সম্পূর্ণ ভাবে খোদার প্রতি অবনত হও, আমি খোদার ইচ্ছা মোতাবেক বলছি তবে দেখবে, তোমরা খোদার এক মনোনীত জাতিতে পরিণত হবে। খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করো। তাঁর তৌহীদ কেবলমাত্র মুখেই স্বীকার করবে না বরং ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করবে যেন খোদাও কার্যত তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে বিরত থাকবে এবং মানব জাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিসুলভ ব্যবহার করবে। পুণ্যের প্রতিটি পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না, কোন পথে তোমরা তাঁর কাছে গৃহীত হবে।

তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, (খোদাতা'লার) নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। সব জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা যাতে সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। যাঁরা পূর্ণ উদ্যমে এই দ্বারে প্রবেশ করতে চান, তাঁদের জন্য নিজেদের সদ্‌গুণের পরিচয় দিবার এবং খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ।

খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন, এটা কখনো মনে করবে না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা যমীনে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন ঃ-

یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی

اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا

অর্থাৎ– 'এ বীজ বাড়বে, ফুল দেবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বের হবে এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হবে' (অনুবাদক) । সুতরাং কল্যাণ মন্ডিত তারা, যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী সময়ের বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক এ দিয়ে খোদাতা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন–কে তোমাদের মাঝে নিজ বয়আতের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তার জন্ম না হলেই তার জন্য ভাল ছিলো। কিন্তু সেসব ব্যক্তি যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, তাদের উপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার তুফান বইবে, জাতিসমূহ তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করবে এবং জগৎ তাদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দুয়ারগুলো তাদের জন্য উদ্ঘাটিত হবে। খোদাতা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

جولوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اُس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں

অর্থাৎ– 'যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যে, এতে কোন পার্থিব (স্বার্থ বা লালসার) সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান যা কপটতা, মিথ্যা, ভীরুতাদুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর থেকে বিবর্জিত নয়, এমন ব্যক্তিরা খোদার প্রিয় ব্যক্তি' (অনুবাদক)। খোদা বলেন ঃ-

وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے

অর্থাৎ– "তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা"।

হে শ্রোতাগণ! শোন খোদা তোমাদের কাছে কী চান? শুধু এটাই যে, তোমরা তাঁরই হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আকাশেও না, ভূ-পৃষ্ঠেও না। আমাদের খোদা সেই খোদা–যিনি এখনো জীবিত আছেন যেভাবে পূর্বে জীবিত ছিলেন, এখনো তিনি কথা বলেন যেভাবে পূর্বে কথা বলতেন; এবং এখনো শুনেন যেমন পূর্বে শুনতেন। এ যুগে তিনি শুনেন কিন্তু কথা বলেন না এটা অলীক ধারণা। বস্তুত তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। যাঁর সব গুণাবলী অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁর কোন গুণই নিষ্ক্রিয় নয় এবং এরূপ কখনো হবে না। তিনি সেই ওয়াহেদ, লা-শরীক খোদা। যাঁর কোন পুত্র নেই এবং যাঁর কোন স্ত্রীও নেই। তিনি সেই অনুপম খোদা, যাঁর সদৃশ দ্বিতীয় কেউ নেই এবং যাঁর ন্যায় কেউই কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত নয়। তাঁর তুল্য কেউ নেই, তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই এবং তাঁর কোন শক্তি লয়শীল নয়। তিনি দূরে থেকেও নিকটে এবং নিকটে থেকেও দূরে। তিনি রূপকভাবে আহলে কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শী) এর নিকট আত্মপ্রকাশ করতে পারেন; কিন্তু তাঁর কোন শরীক নেই, না কোন আকার আছে। তিনি সবার উপরে কিন্তু এটা বলতে পারবো না, তাঁর নিচে অন্য কেউ রয়েছে। তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু একথা বলতে পারবো না যে, তিনি পৃথিবীতে নেই। তিনি পূর্ণ গুনাবলীর আধার এবং সব সত্যিকার প্রশংসার সমাহার বা প্রকাশক। তিনি সব সৌন্দর্যের উৎস এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কল্যাণের প্রস্রবণ, প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়স্থল এবং তিনি প্রত্যেক রাজ্যের অধিশ্বর, প্রত্যেক চরম উৎকর্ষের অধিকারী এবং প্রত্যেক ত্রুটি ও দুর্বলতা হতে মুক্ত। পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসী তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করবে। এ বিষয়ে তিনিই একক। তাঁর নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়। সব রূহ (আত্মা) ও এদের

শক্তিসমূহ এবং অণু-পরমাণু ও এদের শক্তিসমূহ তাঁরই সৃষ্ট। তাঁর কর্তৃত্ব ছাড়া কোন বস্তুই প্রকাশিত হয় না। তিনি নিজ শক্তি, মহিমা ও নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তাঁরই সাহায্যে আমরা লাভ করতে পারি। তিনি সব সময় সাধুদের কাছে নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করে থাকেন এবং নিজ শক্তি ও মহিমা তাদেরকে প্রদর্শন করেন। এ থেকেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমেই তাঁর মনোনীত পথের পরিচয় লাভ করা যায়।

তিনি জড় চোখ ছাড়া দেখেন, জড় কান ছাড়া শোনেন এবং জড় জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। এভাবে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনা তাঁর কাজ। যেমন তোমরা দেখতে পাও যে, স্বপ্নের দৃশ্যাবলীতে কোন উপাদান ছাড়া তিনি এক জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রত্যেক লয়শীল ও অস্তিত্বহীনকে বাস্তবাকারে প্রদর্শন করেন। বস্তুত এভাবেই সব কুদরত (ক্ষমতা) বিরাজিত। যে তার কুদরত অস্বীকার করে সে মুর্খ। সেই ব্যক্তি অন্ধ যে তাঁর গভীর শক্তিসমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসব কাজ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, এগুলো ছাড়া বাকী সবই তিনি করেন এবং করতে সক্ষম। তিনি নিজ সত্তায়, গুণে, কাজে ও শক্তিতে অদ্বিতীয় এবং তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্য একটি ভিন্ন অন্য সব দুয়ারই বন্ধ। এ দুয়ার কুরআন মজীদ উদ্ঘাটন করেছে। পূর্বের সব নবুওয়ত ও সব ধর্মগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা মুহাম্মদী নবুওয়ত এদের সবগুলিকে আত্মস্থ এবং পরিবেষ্টন করে আছে। এছাড়া সব পথই বন্ধ। খোদা পর্যন্ত পৌঁছায় এমন সব সত্য এতেই নিহিত রয়েছে। এরপর আর কোন নতুন সত্য আসবে না এবং ইতোপূর্বে এমন কোন সত্য ছিলো না যা এতে উল্লেখিত নেই। এই নবুওয়তের মাঝে সব নবুওয়ত শেষ হয়েছে এবং এটাই হবার ছিল। কারণ যে জিনিষের সূচনা আছে তার জন্য সমাপ্তিও আছে। কিন্তু এ মুহাম্মদী

নবুওয়ত নিজ আশিস বিতরণে অসমর্থ নয় বরং সব নবুওয়ত অপেক্ষা এতে অধিক ফয়েয বা আশিস রয়েছে। এ নবুওয়তের অনুসরণ খুব সহজে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং এর অনুবর্তিতায় খোদাতা'লার প্রেম ও তাঁর বাক্যালাপের পুরস্কার পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে লাভ করা যায়। কিন্তু এর পূর্ণ অনুসারী শুধু নবী নামে অভিহিত হতে পারে না, কারণ এতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুহাম্মদী নবুওয়তের অবমাননা হয়। অবশ্য উম্মতি ও নবী, এ উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ, এতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মুহম্মদী নবুওয়তের অবমাননা হয় না বরং সেই নবুওয়তের জ্যোতি সেই আশিসের মাধ্যমে অধিকতর প্রকাশিত হয়। * যখন সেই বাক্যালাপ মান, গুণ এবং সংখ্যার দিক দিয়ে চরম পর্যায়ে পৌঁছে, এতে কোনরূপ রুক্ষতা, ত্রুটি ও স্বল্পতা বাকী না থাকে এবং প্রকাশ্যভাবে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কথা এতে বিদ্যমান থাকে। অন্য কথায় তখন এটাই নবুওয়ত নামে অভিহিত হয়। সব নবী এ ব্যাপারে একমত। সুতরাং যে জাতি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (আলে ইমরান, **3:111**)

অর্থাৎ– 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হয়েছে (আলে ইমরান, **3:111**) এবং যাদেরকে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

(সূরা ফাতেহা, **1:6-7**)

---

* *এতদ্‌সত্ত্বেও একথা উত্তমরূপে স্মরণ রাখতে হবে যে, শরীয়তবাহী নবুওয়তের দুয়ার আঁ হযরত (সা.) এর পর সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়েছে এবং কুরআন মজীদের পর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যা নতুন বিধান শিক্ষা দিতে পারে অথবা কুরআন শরীফের আদেশ রহিত করে বা এর অনুবর্তিতা অকেজো করতে পারে বরং এর অনুশীলন কিয়ামতকাল পর্যন্ত অনুসরণীয়।*

অর্থাৎ–'তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর তাঁদের পথে, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো (সূরা ফাতেহা, **1:6-7**)।

এই দোয়া যাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, এদের সম্বন্ধে এটা কখনো সম্ভবপর ছিল না যে, এরা সবাই এ উচ্চমর্যাদা লাভে বঞ্চিত থাকবে এবং কোন একজনও এ মর্যাদা লাভ করবে না। এমতাবস্থায় এতে শুধু এ দোষই হতো না যে, মুহাম্মদী উম্মত অপূর্ণ ও অপরিণত থাকতো এবং সবাই অন্ধের ন্যায় হতো বরং এ ত্রুটিও হতো যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণ প্রসারী শক্তি (কুওয়াতে ফয়যান) কলঙ্কিত হতো, তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি অপরিণত বলে প্রতিপন্ন হতো এবং একই সাথে সেই দোয়া যাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঠ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তা শিখানো বৃথা হতো। অন্যদিকে এ দোষও থাকতো যে, কেউ যদি এই চরম মর্যাদা মুহাম্মদী নবুওয়তের জ্যোতিকে অনুসরণ না করে সরাসরি লাভ করতে সমর্থ হতো, তাহলে খতমে নবুওয়তের অর্থ রদ হয়ে যেতো। সুতরাং এ উভয় প্রকার দোষ হতে নিরাপদ রাখার জন্য খোদা তা'আলা পবিত্র, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ বাক্যালাপের সম্মান এমন কোন কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেছেন, যাঁরা ফানাফির রসূল অবস্থায় অর্থাৎ রসূলুল্লাহতে বিলীন হয়ে পূর্ণস্তরে উপনীত হয়েছেন এবং যার মাঝে কোন আবরণ নেই এবং উম্মতী হবার তাৎপর্য ও অনুসরণ করার অর্থ পরম ও চরম মাত্রায় তাঁদের মাঝে পাওয়া গেছে, এরূপভাবে পাওয়া গেছে যে, তাঁদের নিজ অস্তিত্ব বলতে কিছুই নেই বরং তাঁদের আত্মবিলীনতার দর্পণে আঁ-হযরত (সা.) এর অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে এবং অপরদিকে নবীগণের ন্যায় পূর্ণ ও পরিণতভাবে তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

সুতরাং এভাবে কোন কোন ব্যক্তি উম্মতি হওয়া সত্ত্বেও নবী উপাধি

লাভ করেছেন। কারণ এই প্রকার নবুওয়ত মুহাম্মদী নবুওয়ত হতে পৃথক নয় বরং গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এটা প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদী নবুওয়তই বটে যা এক নতুন আকারে জ্যোতির্ময় হয়েছে। এটাই এ বাক্যাংশের অর্থ যা মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন যে,

نَبِيُّ اللّٰهِ۔ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

অর্থাৎ–"তিনি নবী ও উম্মতী দুই-ই হবেন। অন্যথায় এটা অপর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। ধন্য তিনি, যিনি এ তত্ত্বটি বুঝতে পারেন এবং ধ্বংস হতে রক্ষা পান।

ঈসা (আ.) কে খোদা ওফাত দিয়েছেন যেমন খোদাতা'লার পরিস্কার ও স্পষ্ট আয়াত ঃ

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ

(সূরা মায়েদা, **5:118**)

অর্থাৎ–"কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।" (সূরা মায়েদা, **5:118**) এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোসহ এর অর্থ হচ্ছে খোদা কেয়ামতের দিন ঈসা (আ.) কে জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি কি তোমার উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছিলে যে, আমাকে ও আমার 'মা'কে খোদা বলে মান্য করো"? এর জবাবে হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, "যতদিন পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততোদিন পর্যন্ত আমি তাদের উপর সাক্ষী ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম, এবং যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করলে, তখন আবার আমি কিভাবে জানতাম যে, আমার পরে তারা কোন বিপথগামিতায় নিপতিত হয়েছিলো।"

এখন যদি কারো ইচ্ছা হয় فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ আয়াতের এ অর্থ

করতে যে, 'যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করলে' অথবা নিজের অন্যায় জিদ ত্যাগ না করে এ অর্থ করতে পারে, 'যখন তুমি আমাকে সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিলে।' যে কোন অবস্থায় এই আয়াত দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন না। কারণ, কেয়ামতের পূর্বে যদি তিনি আবার পৃথিবীতে আসতেন এবং ক্রুশ ভাঙা হতো তবে এমতাবস্থায় এটি সম্ভবপর নয় যে, হযরত ঈসা (আ.) যিনি খোদার নবী ছিলেন, কেয়ামতের দিন খোদাতা'লার মুখোমুখি হয়ে এরূপ নিছক মিথ্যা কথা বলবেন যে, 'আমার পরে আমার উম্মত আমাকে ও আমার মা কে খোদা বলে নির্ধারণ করে যে ভ্রান্ত বিশ্বাস অবলম্বন করেছে, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না'। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করে ৪০ বছর সেখানে অবস্থান করবেন এবং খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করবেন, 'নবী' নামে অভিহিত হয়ে তিনি কি এরূপ জঘন্য মিথ্যা কথা বলতে পারেন যে, আমি (ঐসব) কিছুই জানি না। সুতরাং যেহেতু এ আয়াত হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনকে রোধ করছে, নতুবা তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হচ্ছেন, সেহেতু তিনি যদি জড় দেহে আকাশে থাকেন এবং এ আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ মোতাবেক কেয়ামতের দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অবতরণ না করেন তবে কি তিনি আকাশেই মারা যাবেন এবং আকাশেই কি তাঁর কবর হবে? কিন্তু আকাশে মৃত্যুলাভ করা

فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ

"তোমরা পৃথিবীতেই মরবে" (সূরা আরাফ, **7:26**)

আয়াতের বিরোধী। সুতরাং এতে এটাই প্রমাণিত হয়, তিনি জড় দেহ নিয়ে আকাশে গমন করেননি বরং মৃত্যুর পর গিয়েছেন। যেখানে আল্লাহর কিতাব একান্ত পরিস্কারভাবে এ মীমাংসা করে দিয়েছে, সেখানে আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা করা মহাপাপ ছাড়া আর কি?

আমি যদি না আসতাম, তাহলে শুধু ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য ছিলো। কিন্তু যখন আমি খোদার তরফ হতে এসে গেছি এবং কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট ও সত্য অর্থ প্রকাশ হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও ভুলকে পরিহার না করা ঈমানদারীর কাজ নয়। আকাশেও এবং পৃথিবীতেও আমার জন্য খোদার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। শতাব্দীরও প্রায় এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে, সহস্র-সহস্র চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে এবং পৃথিবীর বয়সের [আদম (আ.) এর পর] সপ্তম হাজার বছর শুরু হয়ে গেছে। অতএব, সত্যকে গ্রহণ না করা কিরূপ পাষাণ হৃদয়ের পরিচায়ক!

দেখ, আমি উচ্চস্বরে বলছি, খোদার নিদর্শনাবলী এখনো শেষ হয়নি। সেই প্রথম ভূমিকম্পের নিদর্শনের পর যা ৪ এপ্রিল, ১৯০৫ সনে সংঘটিত হয়েছিল এবং যার সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পূর্বে সংবাদ দেয়া হয়েছিল, পুনরায় খোদা আমাকে জানিয়েছেন, বসন্তের মৌসুমে আরো এক প্রচন্ড ভূমিকম্প আগতপ্রায়। এটা বসন্তকালে হবে। জানি না, এটা কি বসন্তের প্রথম ভাগে হবে, যখন গাছে পাতা বের হয়, না মধ্য ভাগে হবে বা এর শেষ দিনে। এ সম্বন্ধে খোদার ওহীর বাক্য হচ্ছে ঃ

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

অর্থাৎ–'আবার বসন্ত আসলো, খোদার বাণী আবার পূর্ণ হলো' (অনুবাদক)।

যেহেতু পূর্বের ভূমিকম্প বসন্তকালে সংঘটিত হয়েছিলো, সেজন্য খোদাতা'লা সংবাদ দিয়েছেন, পরবর্তী ভূমিকম্পও বসন্তকালেই আসবে এবং যেহেতু জানুয়ারির শেষ ভাগে কোন কোন গাছে পাতা বের হওয়া শুরু হয়, সে কারণে এ মাস হতেই ভয়ের সময় আরম্ভ

হবে এবং সম্ভবত মে মাসের শেষ নাগাদ এদিন থাকবে। *

খোদা বলেছেনঃ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ অর্থাৎ-"সেই ভূমিকম্প কেয়ামতের নমুনা হবে।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لَکَ نُرِیْ اٰیٰتٍ وَّنَهْدِمُ مَایَعْمُرُوْنَ

অর্থাৎ-"তোমার জন্য আমি আপন নিদর্শন প্রদর্শন করবো এবং (তারা) যেসব প্রাসাদ নির্মাণ করতে থাকবে আমি তা ধূলিসাৎ করতে থাকবো"** (অনুবাদক)।

পুনরায় তিনি বলেছেন:

بھونچال آیا اور شدت سے آیا زمین تہ و بالا کر دی

অর্থাৎ-"একটি ভীষণ ভূমিকম্প হবে, তীব্র বেগে হবে, পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দেবে" (অনুবাদক)। অর্থাৎ-এমন এক ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হবে যা পৃথিবীর কোন কোন অংশ ওলট-পালট করে দেবে। যেমন লূত (আ.)-এর সময় হয়েছিল। খোদাতা'লা আবার বলেছেন ঃ-

اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَةً

** আমি জানিনা, বসন্ত দিয়ে কি বসন্তকেই বুঝায় যা এই শীতের পর আসছে না অন্য কোন সময়ে এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা নির্দিষ্ট রয়েছে যখন বসন্তকাল হবে। যাহোক, খোদাতা'লার বাক্য হতে জানা যায়, তা বসন্তকালে হবে। তা যে কোন বসন্তকালই হোক না কেন। কিন্তু খোদা এমন এক ব্যক্তির ন্যায় আগমন করবেন, যে রাত্রে সংগোপনে এসে থাকে। একথাই খোদা আমাকে বলেছেন।*

*** এ সম্বন্ধে খোদার আরো একটি ওহী হচ্ছে ঃ* 'تیرے لئے میرا نام چمکا'

অর্থাৎ-'তোমার জন্য আমার নাম উজ্জ্বল হয়েছে'।

অর্থাৎ–'আমি সংগোপনে সৈন্যদলসহ আগমন করবো। সেদিন সম্বন্ধে কেউ জ্ঞাত থাকবে না, যেমন লূত (আ.) এর শহর ওলট-পালট না করা পর্যন্ত কেউ কিছু জানতো না এবং সবাই পানাহার ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিল। হঠাৎ ভূমি উলটিয়ে দেয়া হলো। সুতরাং খোদা বলছেন, এস্থলেও এরূপই হবে।

কেননা পাপ সীমা অতিক্রম করেছে ও মানুষ দুনিয়াকে সীমাতিরিক্ত ভালবাসতে শুরু করেছে এবং খোদার পথ অবহেলার চোখে দেখা হচ্ছে।

খোদা পুনরায় বলেছেন ঃ زندگیوں کا خاتمہ অর্থাৎ –"জীবনের অবসান" (অনুবাদক)।

খোদাতা'লা আবার আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

قَالَ رَبُّکَ اِنَّہٗ نَازِلٌ مِّنَ السَّمَاءِ مَا یُرْضِیْکَ رَحْمَۃً مِّنَّا۔ وَ کَانَ اَمْرًا مَّقْضِیًّا

অর্থাৎ–"তোমার প্রভু বলছেন, আকাশ থেকে এক আদেশ অবতীর্ণ হবে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এটি আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ হবে। এটি সুনিশ্চিত বিষয় যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী জাতিসমূহে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আকাশ এ আদেশ অবতীর্ণ করা থেকে বিরত থাকবে। কে আছে যে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ছাড়া এটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

স্মরণ রাখতে হবে, এ ঘোষণা ত্রাস সৃষ্টির জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ আশঙ্কা সম্বন্ধে যথাসময়ে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কেউ বিনষ্ট না হয়। প্রত্যেক বিষয় নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য দুঃখ দেওয়ার জন্য নয় বরং দুঃখ থেকে রক্ষা করার জন্য। সে সব লোক যারা তওবা করে,

তাদেরকে খোদার আযাব থেকে রক্ষা করা হবে; কিন্তু যে হতভাগা তওবা করে না, হাসি-বিদ্রূপপূর্ণ বৈঠকাদি পরিহার করে না, দুষ্কর্ম ও গুনাহ্ হতে নিবৃত্ত হয় না, তার ধ্বংস হবার সময় সন্নিকট, কারণ তার ঔদ্ধত্য খোদার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন পূর্বে আমি বলেছি, খোদা আমাকে আমার মৃত্যু সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন এবং আমাকে সম্বোধন করে আমার জীবন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں

অর্থাৎ–'খুব অল্পদিন অবশিষ্ট রয়েছে' (অনুবাদক)।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

تمام حوادث اور عجائباتِ قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا

অর্থাৎ–'সব দৈব-দুর্যোগ এবং ঐশী শক্তির বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রদর্শনের পর তোমার ঘটনা উপস্থিত হবে' (অনুবাদক)।

এতে কিছু দৈব ব্যাপার সংঘটিত হবার এবং ঐশী শক্তির কিছু বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশিত হওয়া অনিবার্য, যেন পৃথিবী এক মহা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেই পরিবর্তনের পর আমার মৃত্যু হয়।

আমাকে একটা জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, এটা তোমার কবরস্থান হবে। আমি একজন ফিরিশতাকে দেখেছি, সে ভূমি জরিপ করছে। তখন সে একস্থানে পৌঁছে আমাকে বললো, "এটা তোমার কবরস্থান।" পুনরায় একস্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রূপার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ছিল। যার মাটি

পুরোটাই ছিলো রূপার। তখন আমাকে বলা হলো, "এটা তোমার কবর।" আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং সেই স্থানের নাম রাখা হয়েছে 'বেহেশতী মাকবেরা' এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে উক্ত স্থান জামা'তের সেসব মনোনীত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্র যাঁরা 'বেহেশতী'। তখন হতে সর্বদাই আমার চিন্তা ছিল জামা'তের জন্য কবরস্থানের উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি কেনা হোক। কিন্তু সুবিধাজনক উত্তম জমির মূল্য অধিক হবার কারণে এই উদ্দেশ্যটি বহুদিন পর্যন্ত স্থগিত ছিলো। এখন ভ্রাতা মরহুম আব্দুল করীম সাহেবের ওফাতের পর যখন আমার মৃত্যু সম্বন্ধেও বার বার খোদার ওহী হয়েছে সেজন্য দ্রুত কবরস্থানের ব্যবস্থা করা আমি সঙ্গত মনে করি । এজন্য আমি আমার বাগানের কাছে নিজ মালিকানাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি এবং আমি দোয়া করছি খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং একেই 'বেহেশতী মাকবেরায়' পরিণত করেন। জামা'তের সেসব পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের যেন এটা নিদ্রাস্থান হয়, যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন, সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মাঝে এক পুণ্য পরিবর্তন সাধন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আবার আমি দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ ভূমিখণ্ডকে আমার জামা'তের সেই পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত করো যাঁরা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছেন এবং যাঁদের কাজকর্মে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নেই। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

পুনরায়, আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেসব লোককে

এখানে কবরের জায়গা দান কর যাঁরা তোমার এ প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ * নিজেদের অন্তরে পোষণ না করেন এবং ঈমান ও অনুবর্তিতার দাবিসমূহ পূরণ করে থাকেন এবং তোমারই জন্য ও তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাঁদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাঁদের সম্বন্ধে তুমি জানো যে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন এবং তোমার প্রেরিতজনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বাসের সাথে প্রেম ও মরণ-পণ সম্পর্ক রাখেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

যেহেতু আমি এ কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ পেয়েছি এবং খোদা এটাকে শুধু 'বেহেশতী মাকবেরা'ই বলেননি বরং এও বলেছেন, اُنْزِلَ فِيْهَا كُلُّ رَحْمَةٍ অর্থাৎ-'সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এ কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নেই যাতে এ কবরস্থানবাসীদের অংশ নেই।' সেজন্য খোদা আপন প্রচ্ছন্ন ওহীর মাধমে আমার মন এ বিষয়ের দিকে ধাবিত করেছেন, যেন এ কবরস্থানের জন্য এমন শর্ত নির্ধারণ করা হয় যে, শুধুমাত্র সেসব লোকই এতে প্রবেশ লাভ করতে পারবেন যারা সত্যনিষ্ঠা ও পূর্ণ

** অন্যায়-সন্দেহ (বদ-যন্নি) এক মারাত্মক আপদ যা ঈমানকে এতো শীঘ্র ভস্মীভূত করে দেয়, যেভাবে আগুন খড়কুটোকে ভস্মীভূত করে থাকে। যে ব্যক্তি খোদার প্রেরিত পুরুষদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ পোষণ করে, খোদা স্বয়ং তার শত্রু হয়ে যান এবং সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়ে যান। তিনি নিজ মনোনীতদের জন্য এমন মর্যাদাবোধ পোষণ করেন যে, কারো মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। আমার বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন প্রকারের আক্রমণ হয়েছিল তখন আমার জন্য খোদার সেই আত্মমর্যাদাবোধ উত্তেজিত হয়েছিল, যেমন তিনি বলেছেন :*

টীকা.....

সাধুতা বশত এগুলো পালন করেন। সুতরাং এ শর্তগুলো তিনটি এবং সবাইকে এগুলো পালন করতে হবে।

(১) প্রথম শর্ত-এই কবরস্থানের বর্তমান জমি চাঁদা হিসেবে আমি আমার পক্ষ থেকে দান করেছি কিন্তু এর চতুর্সীমা ঠিক করতে আরো কিছু জমি ক্রয় করা হবে যার আনুমানিক মূল্য এক হাজার টাকা হবে। এটাকে সুশোভিত করার জন্যে কিছু বৃক্ষ রোপণ ও একটি কূপ খনন করতে হবে। কবরস্থানের উত্তর দিকের পথে অনেক পানি

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার অংশ .....

انی مع الرسول اقوم والوم من یلوم واعطیك مایدوم لك درجة فی السماء وفی الذین هم یبصرون ولك نری اٰیٰت ونهدم مایعمرون وقالوا اتجعل فیها من یفسد فیها قال انی اعلم مالا تعلمون انی مهین من اراد اهانتك لاتخف انی لا یخاف لدی المرسلون اتیٰ امر اللّٰه فلا تستعجلوه بشارة تلقّاها النبیون یا احمدی انت مرادی ومعی انت منّی بمنزلة توحیدی وتفریدی وانت منّی بمنزلة لا یعلمها الخلق وانت وجیه فی حضرتی اخترتك لنفسی اذا غضبت غضبت وکلما احببت احببت اثرك اللّٰه علیٰ کل شیء الحمدللّٰه الذی جعلك المسیح ابن مریم لایسئل عما یفعل وهم یسئلون وکان وعدا مفعولا یعصمك اللّٰه من العدا ویسطو بکل من سطا ذالك بماعصوا وکانوا یعتدون الیس اللّٰه بکاف عبدهٗ یاجبال اوبی معهٗ والطیر کتب اللّٰه لاغلبن انا ورسلی وهم من مر بعدغلبهم سیغلبون ان اللّٰه مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان الذین امنوا انّ لهم قدم صدق عند ربّهم سلام قولا من ربّ رحیم وامتازوا الیوم ایّها المجرمون - منه

অর্থাৎ- "আমি আমার রসূলের সাথে দাঁড়াবো এবং তিরস্কারকারীদেরকে তিরস্কার করবো এবং তোমাকে চিরসম্পদ প্রদান করবো। আকাশে তোমার জন্য এক

টীকা.....

জমে থাকে সেজন্য একটি সেতু নির্মাণ করতে হবে। এসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০০০/- টাকা প্রয়োজন হবে।

সুতরাং মোট ৩০০০/- টাকার প্রয়োজন যা এসব কাজে ব্যয় হবে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার অংশ .....

মহামর্যাদা রয়েছে এবং যারা দেখতে পায় তাদের কাছেও তোমার মর্যাদা আছে। আমি তোমার জন্য নিদর্শন প্রদর্শন করবো এবং তারা যেসব প্রাসাদ নির্মাণ করে, তা ধূলায় মিশিয়ে দিবো। তারা বললো, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এমন ব্যক্তিকে কি আপনি সৃষ্টি করেন'? তিনি বললেন, 'তার সম্বন্ধে আমি যা জানি তা তোমরা জান না'। যে ব্যক্তি তোমার অবমাননা করতে চায়, আমি তাকে অপমানিত করবো। ভয় করোনা, আমার রসূল আমার সান্নিধ্যে থেকে কোন শত্রুকে ভয় করে না, খোদার আদেশ সমাগত; অতএব তোমরা তাড়াহুড়া করো না, এটা সেই সুসংবাদ যা (আবহমান কাল) হতে নবীরা পেয়ে আসছেন।

হে আমার আহমদ! তুমি আমার অভিপ্রেত এবং আমার সঙ্গে আছ। তুমি আমার 'তওহীদ ও তফরীদ' বা একত্ববাদ স্বরূপ। তুমি আমার এমন একান্ত নৈকট্য লাভ করেছো যা পৃথিবী জানে না। তুমি আমার কাছে সম্মানিত। আমি তোমাকে আমার জন্য গ্রহণ করেছি। যার প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত হও, আমি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হই এবং যাকে তুমি ভালবাসো তাকে আমি ভালোবাসি। খোদা তোমাকে সব বস্তুর মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। সেই খোদার সব প্রশংসা, যিনি তোমাকে মরীয়ম পুত্র মসীহ্ করেছেন। তাঁর কাজে কোন প্রশ্ন হতে পারে না বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অব্যর্থ। খোদা তোমাকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণ করবে, তিনি তাকে আক্রমণ করবেন, কারণ তারা সীমা অতিক্রম করে অবাধ্যতার পথে চলেছে। খোদা কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন?

হে পর্বতমালা ও পক্ষীকুল! আমার এ দাসের সাথে বিগলিত চিত্তে আমাকে স্মরণ করো। খোদা লিখে রেখেছেন, 'আমি ও আমার রসূলরা জয়ী হবো এবং তাঁরা পরাজিত হবার পর নিশ্চয়ই অচিরে বিজয়ী হবেন'। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁদের সাথে আছেন। যাঁরা প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং সৎকাজে ব্রতী হন। বিশ্বাসীদের পদ খোদাতা'লার কাছে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'শান্তি'-এটাই হবে তাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের কাছ থেকে সাদর সম্ভাষণ।

হে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী অপরাধীগণ! 'আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।"

অতএব, প্রথম শর্ত হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি এ কবরস্থানে সমাহিত হতে চান তিনি নিজ অবস্থানুযায়ী এই ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করবেন।

এই চাঁদা শুধুমাত্র সেসব লোকদের কাছেই দাবি করা হলো অন্য কারো কাছে নয়। কার্যত এ চাঁদা শ্রদ্ধেয় ভাই মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কাছে আসতে হবে কিন্তু খোদাতা'লা চান তো এ কার্যধারা আমাদের সবার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকবে। এমতাবস্থায় একটি আঞ্জুমানের প্রয়োজন, যারা এরূপ আয়ের টাকা, যা বিভিন্ন সময়ে জমা হতে থাকবে, ইসলামের বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ও তওহীদ প্রচারে যেভাবে সঙ্গত বিবেচনা করে ব্যয় করবেন।

(২) দ্বিতীয় শর্ত–সমগ্র জামা'ত থেকে এই কবরস্থানে শুধু তিনিই সমাহিত হবেন যিনি এই ওসীয়্যত করবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের দশমাংশ এই সিলসিলার নির্দেশক্রমে ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর ওসীয়্যত এর চেয়েও অধিক লিখে দিতে পারবেন কিন্তু এর চেয়ে কম হবে না। এই আর্থিক আয় সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সমন্বিত আঞ্জুমানের উপর অর্পিত থাকবে এবং তাঁরা পরস্পর পরামর্শক্রমে ইসলামের উন্নতি, কুরআনের জ্ঞান ও ধর্মীয় পুস্তকাদির প্রচার এবং সিলসিলার প্রচারকদের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করবেন। খোদাতা'লার অঙ্গীকার রয়েছে, তিনি এ সিলসিলাকে উন্নতি দান করবেন। এজন্য আশা করা যায়, ইসলামের বিস্তারের জন্য এমন বহু অর্থও সংগৃহীত হবে এবং প্রত্যেকটি বিষয় যা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং যার সবিশেষ বর্ণনা করার সময় এখনও আসেনি, সেসব কাজ এই অর্থ দিয়ে সমাধা হবে। যখন এ কার্য

পরিচালকমন্ডলীর একজন মৃত্যু বরণ করবেন তখন যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হবেন তাঁদেরও এটাই কর্তব্য হবে যে, এসব কাজ তাঁরা আহমদীয়া সিলসিলার নির্দেশমত পরিচালনা করবেন। এই অর্থের মধ্যে সেসব এতীম মিসকীন ও নও-মুসলিমদের হক বা অধিকার থাকবে যাদের জীবিকা নির্বাহের যথেষ্ট উপায় নেই অথচ তারা আহমদীয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থ ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করা বৈধ হবে।

মনে করোনা যে, কোন কাল্পনিক কথা, বরং এটা সেই সর্বশক্তিমানের অভিপ্রায় যিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ। এতো অর্থ কিরূপে সংগৃহীত হবে এ বিষয়ে আমি চিন্তিত নই এবং এমন জামা'ত কিভাবে সৃষ্টি হবে যারা ঈমানোদ্দীপ্ত হয়ে এমন বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করবে বরং আমার চিন্তা হলো, আমাদের পরে যাদের হাতে এই অর্থ সোপর্দ করা হবে, তারা অর্থ-প্রাচুর্য দেখে হোঁচট না খায় এবং সংসার প্রেমে নিমজ্জিত না হয়। তাই আমি দোয়া করছি, সর্বদাই যেন এ সিলসিলাহ্ এমন সব বিশ্বস্ত ব্যক্তি লাভে সমর্থ হয় যাঁরা খোদার জন্য কাজ করবেন। অবশ্য, যাদের জীবিকার কোন সংস্থান নেই তাদের সাহায্য স্বরূপ খরচ এথেকে দেওয়া সঙ্গত হবে।

(৩) তৃতীয় শর্ত–এ কবরস্থানে যারা সমাহিত হবেন, তারা হবেন মুত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম থেকে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শির্ক ও বিদাতের কাজ করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন।

(৪) প্রত্যেক সালেহ্ ব্যক্তি যার কোন সম্পদ নেই এবং যিনি কোন প্রকার আর্থিক সেবা করতে পারেন না কিন্তু যদি এটা প্রমানিত হয় যে, তিনি ধর্মের জন্য জীবন ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করে রেখেছিলেন এবং সালেহ্ (পূণ্যবান) ছিলেন, তবে তিনিও এ কবরস্থানে সমাহিত হতে পারবেন।

নির্দেশ

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি উপরোক্ত শর্ত অনুযায়ী কোন ওসীয়্যত করতে চাইলে তার ওসীয়্যত মৃত্যুর পর কার্যকর হবে কিন্তু ওসীয়্যত লিখে এই সিলসিলাহ্‌র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমীনের হাতে সোপর্দ করা বাধ্যতামুলক হবে। অনুরূপ ভাবে মুদ্রিত করেও প্রকাশ করতে হবে। কেননা মৃত্যুকালে অধিকাংশ স্থলে ওসীয়্যত লিখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং যেহেতু আসমানী নিদর্শন ও বিপদাবলীর সময় নিকটবর্তী, সেহেতু খোদাতা'লার কাছে এমন সময়ে ওসীয়্যত লিপিবদ্ধকারী মর্যাদার অধিকারী। যিনি শান্তি ও নিরাপদকালে ওসীয়্যত লিপিবদ্ধ করেন এবং এই ওসীয়্যত লিখার ফলে যার অর্থ স্থায়ী ভাবে সহায়ক হবে সেজন্য তার স্থায়ী সওয়াব হবে এবং তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কাদিয়ান থেকে দূরবর্তী দেশের অন্য কোন অংশে বসবাস করেন এবং উল্লিখিত শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন করেন সেক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারীরা মৃত্যুর পর তাঁর লাশ একটি সিন্দুকে রেখে কাদিয়ান পৌঁছে দেবেন। এই কবরস্থান সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হবার পূর্বে অর্থাৎ-সেতু, ইত্যাদি নির্মাণের আগে কারো মৃত্যু ঘটলে, যিনি শর্তানুসারে এই কবরস্থানে সমাহিত হবেন, তার লাশ আমানতস্বরূপ সিন্দুকের মধ্যে রেখে স্ব-স্থানে দাফন করতে হবে। অতঃপর, কবরস্থান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাদি সমাপ্তির পর তার লাশ আনতে হবে কিন্তু যাকে সিন্দুক ছাড়া দাফন করা হয়েছে, তাকে কবর থেকে বের করা সঙ্গত হবে না। *

---

* *কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন এই কবরস্থান ও এর পরিচালনাকে বিদাতের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে না করে, কারণ ,খোদার ওহী অনুযায়ী এই ব্যবস্থা। এতে মানুষের কোন দখল (অধিকার) নাই এবং কেউ যেন এটা মনে না করে, শুধু এই কবরস্থানে দাফন*

স্মরণ রাখতে হবে, খোদাতা'লার অভিপ্রায় এই যে, এমন কামেল ঈমানদাররা যেন একই জায়গায় সমাহিত হোন যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা একই স্থানে তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজেদের ঈমান তাজা করতে পারে এবং যাতে তাদের মহৎ কার্যাবলী–অর্থাৎ খোদার জন্য তাঁরা ধর্মের যে সেবা করেছেন তা সব সময়ের জন্য জাতির সামনে প্রকাশমান থাকে।

পরিশেষে আমি দোয়া করছি, খোদাতা'লা যেন এ কাজে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে ঈমানের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন এবং তাদের পরিণাম শুভ করেন, আমীন।

এটা সঙ্গত যে, আমার জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এই লিপি প্রাপ্ত হবেন, তিনি তার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এটা প্রকাশ করবেন এবং যথা সম্ভব এটার প্রচার করবেন ও নিজ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এটা সংরক্ষণ করবেন, বিরুদ্ধবাদীদেরকে ভদ্র ভাবে এর সম্বন্ধে জ্ঞাত করবেন এবং প্রত্যেক কুবাক্য প্রয়োগকারীর কুবাক্য শুনে ধৈর্য ধারণ করবেন ও দোয়ায় রত থাকবেন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

লেখক খাকসার

সর্ব আশ্রয়দাতা খোদাতা'লার আশিস ভিখারী ও

তাঁর ক্ষমা এবং সাহায্য প্রত্যাশী

গোলাম আহ্মদ

২০শে ডিসেম্বর,১৯০৫ খৃষ্টাব্দ

হলেই কোন ব্যক্তি কিভাবে বেহেশ্‌তী হতে পারে? কারণ এটার অর্থ এই নয় যে, এই ভূমি কাউকেও বেহেশ্‌তী করে দিবে, বরং খোদার বাক্যের মর্ম এটা যে, কেবল বেহেশ্‌তীরাই এতে সমাহিত হবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি ফার্সী কবিতা

اَلا اے کہ ہشیاری و پاک زاد — پئے حرصِ دُنیا مدہ دیں بباد
بدیں دارِ فانی دلِ خود مبند — کہ دارد نہاں راحتش صد گزند
اگر باز باشد ترا گوشِ ہوش — ز گورت ندائے در آید بگوش
کہ اے طعمۂ من پس از چند روز — پئے فکر دنیائے دُوں کم بسوز
ہرآں کو بدُ نیائے دُوں مبتلا است — گرفتارِ رنج و عذاب و عنا است
برست آنکہ برموت دارد نگاہ — بریدہ ز دنیا دویدہ براہ
سفر کردہ پیش از سفر سُوئے یار — کشیدہ ز دنیا ہمہ رخت و بار
پئے دارِ عقبٰی کمر بستہ چُست — رِہا کردہ سامان ایں خانہ سُست
چو کارے حیات است کارے نہاں — ہماں بہ کہ دل بگسلی زیں مکاں
جہنّم کزو داد فرقاں خبر — ہمیں حرصِ دنیا است جانِ پدر
چو آخر ز دنیا سفر کردن است — چو روزے زیں رہ گزر کردن است
چرا عاقلے دل بہ بندد دراں — کہ ناگاہ وزد بر گُلِ اُو خزاں
بدیں قحبہ بستن دلِ خود خطا است — کہ ایں دشمن دین وصدق وصفا است
چہ حاصل ازیں دلستانِ دو رنگ — کہ گاہے بصلحت کشد گہ بجنگ
چرا دل نہ بندی بداں دلستاں — کہ مِہرش رہاند ز بندِ گِراں
برو فکرِ انجام کن اے غوی — ز سعدی شنو گر ز من نشنوی

عروسی بود نوبتِ ماتمت
اگر بر نکوئی بود خاتمت

অনুবাদঃ-

১। সাবধান! হে সুবিবেচক ও পবিত্রমনা! পার্থিব লোভে ধর্ম-নষ্ট করো না।

২। এ নশ্বর দুনিয়া দেখে মুগ্ধ হয়ো না, কারণ এর সুখেও শত দুঃখ নিহিত থাকে।

৩। তোমার চেতনার কান যদি খোলা থাকে, তবে তোমার কবর থেকে এই ডাক শুনতে পাবে-

৪। হে আমার গ্রাস, কিছু দিনের জন্য তুচ্ছ পৃথিবীর চিন্তায় দগ্ধ হয়ো না।

৫। যারা এ তুচ্ছ পৃথিবীতে মগ্ন হয়েছে, তারা দুঃখ কষ্ট ও বিপদের শেকলে বাধা পড়েছে।

৬। যারা মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টি রেখেছে, তারাই মুক্তি লাভ করেছে এবং পৃথিবী থেকে চোখ ফিরিয়ে সঠিক পথে চলেছে।

৭। প্রবাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরম বন্ধুর দিকে যাত্রা করেছে এবং পৃথিবী থেকে সব আসবাপত্র গুটিয়ে নিয়েছে।

৮। পরকালের জন্য স্ফুর্তির সাথে কোমর বেঁধেছে, এ মোহময় গৃহের সম্পদ ত্যাগ করেছে।

৯। এ জীবন রহস্যময়, কয়দিন থাকতে হবে জানা নেই, এই জন্য এস্থান থেকে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই ভাল।

১০। প্রিয় সন্তান কুরআন যে নরকের সংবাদ দিয়েছে, এ দুনিয়ার লালসা-ই সে নরক।

১১। পরিণামে যখন এ পৃথিবী থেকে যাত্রা করতেই হবে, এবং এই পথ দিয়ে যেহেতু চলে যেতেই হবে,

১২। সুধীজন এতে হৃদয় আকৃষ্ট করবে কেন? যেহেতু হেমন্তের বায়ু হঠাৎ এর পুষ্পে প্রবাহিত হবে।

১৩। এই ব্যভিচারিণীর প্রতি মুগ্ধ হওয়া অন্যায়, কারণ সে ধর্ম, সত্য ও পবিত্রতার শত্রু।

১৪। এ দু'মুখী প্রেমিকার প্রেমে কি লাভ? কখনো সন্ধি, কখনো যুদ্ধ করে সে তোমাকে ধ্বংস করে।

১৫। কেন সেই প্রেমিকের সাথে হৃদয় বাঁধো না, যার ভালবাসা তোমাকে ভারী শেকল থেকে মুক্ত করবে?

১৬। হে অর্বাচীন! যাও, পরিণামের চিন্তা করো, সাদীর কথাই শোন, যদি আমার কথা না শোন-

১৭। তোমার মৃত্যুর দিন তোমার পরিণয়ের দিন হবে, যদি পুণ্য ও নেকীর সাথে তোমার মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট - ১

'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকা সম্বন্ধে কিছু জরুরী বিষয় প্রকাশ করা প্রয়োজন যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

১। যে পর্যন্ত কবরস্থান বিষয়ক আঞ্জুমানের পরিচালকমন্ডলী এ বিষয় ঘোষণা না করেন যে, কবরস্থান আবশ্যকীয় উপাদানসহ সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হয়েছে, সে পর্যন্ত 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকার শর্ত পালনকারী কোন ব্যক্তিকে উক্ত কবরস্থানে দাফন করার জন্য আনা সঙ্গত হবে না বরং সেতু প্রভৃতি আবশ্যকীয় সরঞ্জামগুলো প্রথমে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক এবং এ সময় পর্যন্ত লাশ একটি সিন্দুকে আমানত স্বরূপ অন্য কোন কবরস্থানে রাখতে হবে।

২। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকার শর্তসমূহ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন, তিনি অবশ্যই তার এ স্বীকৃতি অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর লিখিত সাক্ষ্যসহ সজ্ঞান অবস্থায় আঞ্জুমানের হাতে সমর্পন করবেন এবং স্পষ্টভাবে লিখতে হবে যে, তার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পদের এক দশমাংশ আহমদীয়া সিলসিলার উদ্দেশ্যাবলী প্রচারের জন্য ওসীয়্যত বা ওয়াকফ করে দিচ্ছেন এবং অন্ততঃ দু'টি সংবাদ পত্রে অবশ্যই এটা প্রকাশ করবেন।

৩। আঞ্জুমানের এটা কর্তব্য হবে, আইন ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওসীয়্যতকৃত বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট হবার পর ওসীয়্যতকারীকে তাঁদের দস্তখত ও মোহরসহ একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। উল্লেখিত শর্তানুসারে কোন মৃতদেহ এই কবরস্থানে আনা হলে উক্ত সার্টিফিকেট আঞ্জুমানকে দেখাতে হবে এবং আঞ্জুমানের নির্দেশক্রমে এবং নির্দেশিত স্থানে যা আঞ্জুমান তার জন্য নির্ধারণ করবেন, সেই স্থানে ঐ লাশ দাফন করতে হবে।

৪। আঞ্জুমান কর্তৃক নিরূপিত বিশেষ কোন অবস্থা ব্যতীত কোন নাবালক শিশু বেহেশতী বলে এ কবরস্থানে সমাহিত হবে না এবং সেই মৃতের কোন আত্মীয় সমাহিত হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকার সকল শর্ত পালন করবে।

৫। কাদিয়ানের ভূমিতে মৃত্যু হয়নি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির লাশ সিন্দুক ছাড়া কাদিয়ানে আনা সঙ্গত হবে না এবং এটাও জরুরী যে অন্তত পক্ষে (এ বিষয়ে) একমাস আগে সংবাদ দিতে হবে, যেন আঞ্জুমানের সামনে কবরস্থান সংক্রান্ত কোন আকস্মিক বাধা উপস্থিত থাকলে তা দূর করে অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৬। যদি এমন কোন ব্যক্তি খোদা না করুন প্লেগে মারা যান, যিনি 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের সকল শর্তই পূর্ণ করেছেন, তার সম্বন্ধে জরুরী আদেশ হচ্ছে, তাকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে কোন ভিন্ন স্থানে দু বছর পর্যন্ত আমানত স্বরূপ দাফন করতে হবে এবং দু'বছর পর এমন ঋতুতে আনতে হবে যখন তার মৃত্যুর স্থানে ও কাদিয়ানে প্লেগ না থাকে।

৭। স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের দশমাংশ দান করলেই যথেষ্ট হবে না বরং এরূপ ওসীয়্যতকারীকে যথাসম্ভব ইসলামের বিধি-বিধান পালনকারী হতে হবে এবং তাক্ওয়া তাহারাত (খোদা ভীতি ও পবিত্রতা) সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যত্নবান থাকতে হবে। তিনি হবেন মুসলমান, খোদাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করবেন ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত ঈমান আনয়নকারী হবেন এবং বান্দার অধিকার হরণকারী হবেন না।

৮। যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের দশমাংশ ওসীয়্যত করেন এবং ঘটনাক্রমে এমন স্থানে তার মৃত্যু হয়, যেমন নদীতে ডুবে অথবা বিদেশের মাটিতে তিনি মারা যান, যেখান থেকে তার লাশ আনা দুঃসাধ্য হয় তবে তার ওসীয়্যত বজায় থাকবে এবং খোদাতা'লার কাছে এ কবরস্থানেই সমাহিত

হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন। তার স্মৃতি স্বরূপ এ কবরস্থানে ইট অথবা প্রস্তর খন্ডে লিখে একটি ফলক সন্নিবেশ করা সঙ্গত হবে এবং তাতে এসব ঘটনা লিখা সঙ্গত হবে।

৯। আঞ্জুমান, যাদের হাতে এরূপ (ওসীয়্যতের) অর্থ থাকবে, সিলসিলা আহ্মদীয়ার উদ্দেশ্যাবলী ছাড়া অন্য কোন খাতে সে টাকা ব্যয় করার অধিকার তাদের থাকবে না এবং সেসব উদ্দেশ্যের মধ্যে ইসলাম প্রচারকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। আঞ্জুমানের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা সেই অর্থ বৃদ্ধিকরা সঙ্গত হবে।

১০। আঞ্জুমানের সব সদস্য এমন ব্যক্তি হবেন যারা আহ্মদীয়া সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত এবং সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত। যদি ভবিষ্যতে কারো সম্বন্ধে এরূপ জানা যায় যে, সে সাধু স্বভাব বিশিষ্ট নয় অথবা দিয়ানতদার (বিশ্বস্ত) নয় বা সে একজন চালবাজ এবং তার মধ্যে পার্থিব উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ আছে তবে আঞ্জুমানের কর্তব্য হবে অবিলম্বে এমন ব্যক্তিকে আঞ্জুমান থেকে বের করা এবং তার স্থলে অন্যকে নিয়োগ করা।

১১। যদি ওসীয়্যতের অর্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ দেখা দেয় তবে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে ব্যয় হবে তার সমস্ত ওসীয়্যতের অর্থ থেকে দেওয়া হবে।

১২। যদি কোন ব্যক্তি ওসীয়্যত করার পর তার ঈমানের কোন দুর্বলতার কারণে তার ওসীয়্যত অস্বীকার করে অথবা এ সিলসিলাহ থেকে বিমুখ হয় তবে আঞ্জুমান আইন সঙ্গতভাবে তার মাল সম্পদ করায়ত্ব করে থাকলেও সে মাল তাদের আয়ত্বাধীন রাখা জায়েয হবে না বরং সমস্ত অর্থই ফেরত দিতে হবে; কেননা খোদা কারো অর্থের মুখাপেক্ষী নন। খোদার কাছে এমন মাল ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১৩। যেহেতু আঞ্জুমান খোদার নিয়োজিত খলীফার স্থলবর্তী সেজন্য এ

আঞ্জুমানকে দুনিয়াদারীর সংশ্রব হতে সর্বতোভাবে পবিত্র থাকতে হবে এবং এর সব বিষয় অত্যন্ত পরিস্কার ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

১৪। এই আঞ্জুমানের সাহায্যকল্পে দূরদেশসমূহে আরো আঞ্জুমান থাকতে পারবে যা এই আঞ্জুমানের নির্দেশে পরিচালিত হবে। যদি তা এমন দেশে হয় যেখান থেকে লাশ আনা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সেই স্থানেই মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে হবে। এমন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বেই সওয়াবে শরীক হবার জন্য নিজ অর্থের দশমাংশ ওসীয়্যত করবে। সেই ওসীয়্যতের অর্থ আদায় করা সে দেশীয় আঞ্জুমানেরই কর্তব্য হবে এবং ঐ অর্থ সেই দেশের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করা শ্রেয় হবে। কোন প্রয়োজন অনুভূত হলে সেই অর্থ ঐ আঞ্জুমানকে দেয়া সঙ্গত হবে যার হেড কোয়ার্টার বা কেন্দ্র কাদিয়ানে অবস্থিত।

১৫। এটা জরুরী যে, কাদিয়ান এই আঞ্জুমানের কেন্দ্র হোক, কারণ খোদা এই স্থানকে বরকত দান করেছেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুভব করলে এই কাজের জন্য আঞ্জুমান যথোপযোগী বাড়ি বানাতে পারবে।

১৬। আঞ্জুমানে সব সময় কমপক্ষে এমন দু'জন সদস্য থাকতে হবে যারা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ এবং আরবী ভাষায় বুৎপত্তি রাখেন ও আহমদীয়া সিলসিলার গ্রন্থাবলী স্মরণ রাখেন।

১৭। খোদা না করুন, 'আল ওসীয়্যত' পুস্তক অনুযায়ী ওসীয়্যতকারী এমন কোন ব্যক্তি যদি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন যার শারীরিক অবস্থা তাকে এই কবরস্থানে আনার অনুকূল নয়, তবে এমন ব্যক্তিকে প্রকাশ্য যুক্তি সঙ্গত কারণে এই কবরস্থানে আনা সমীচীন হবে না কিন্তু তিনি তার ওসীয়্যতে কায়েম থাকলে এই কবরস্থানে সমাহিতদের সমান

মর্যাদা পাবেন।

১৮। যদি কারো স্থাবর ও অস্থাবর কোন সম্পদ না থাকে এবং তদসত্ত্বেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন সালেহ্, দরবেশ, মুত্তাকী ও খালেস মু'মিন; কপটতা, সংসার পূজা অথবা অনুবর্তীতার কোন ত্রুটি তার মধ্যে নেই, তবে তিনি আমার অনুমতিক্রমে অথবা আমার পরে আঞ্জুমানের সর্ব সম্মতিক্রমে এই কবরস্থানে সমাহিত হতে পারবেন।

১৯। যদি কোন ব্যক্তিকে খোদাতা'লার ওহী দ্বারা নেযামে ওসীয়্যত রদ করা হয়, তবে সে ওসীয়্যতকৃত মাল উপস্থিত করলেও এই কবরস্থানে দাখিল হবে না।

২০। আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্য খোদা স্বতন্ত্রবিধান রেখেছেন। বাকী প্রত্যেককে সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী, এইসব শর্ত পালন করতে হবে। এতে দোষারোপকারীরা মুনাফেক।

উপরে লিখিত শর্তাবলী পালন করা আবশ্যকীয়। ভবিষ্যতে এই বেহেশতী মাকবেরায় তাকেই দাফন করা হবে যিনি এই শর্তগুলি পূর্ণ করবেন। হয়তো কিছু অধিক সন্দেহপ্রবণ লোকেরা এই ব্যাপারে আমাকে আপত্তি ও সমালোচনার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করবে, এই ব্যবস্থাকে স্বার্থপরতা বলে মনে করবে অথবা একে বেদাত বলে সাব্যস্ত করবে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা খোদাতা'লার কাজ। খোদাতা'লার কাজে তিনি যা চান, তাই করেন। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থা দ্বারা তিনি মুনাফিক ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করবেন। আমি নিজে অনুভব করি, এই ঐশী ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যেসব ব্যক্তি কোন ইতস্তত না করে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সাকুল্য সম্পদের দশমাংশ খোদার পথে দান করেন বরং তদপেক্ষা বেশি নিজেদের উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাঁরা নিজ বিশ্বস্ততার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

الٓمّٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

অর্থাৎ–"লোকেরা কি একথা ভেবেছে যে, আমি এতেই সন্তুষ্ট হবো যে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" (সূরা আনকাবুত, **29:2-3**)।

এই পরীক্ষা তো কিছুই নয়। সাহাবাগণ (রা.) এর পরীক্ষা (তাঁদের) প্রাণ চাওয়ার মাধ্যমে করা হয়েছিল এবং তাঁরা নিজেদের মস্তক খোদার পথে দান করেছিলেন। তাহলে প্রত্যেককেই কেন এমনিতেই (বিনা শর্তে) এ কবরস্থানে দাফন করবার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয় না এমন ধারণা সত্য থেকে কতো দূরে! যদি এটাই যুক্তি হয় তাহলে খোদাতা'লা প্রত্যেক যুগে পরীক্ষার ব্যবস্থা কেন রেখেছেন? প্রত্যেক যুগেই তিনি দুরাত্মা ও পুণ্যাত্মাদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখাতে চেয়েছেন। এজন্য এবারও তিনি এমনই করেছেন।

খোদাতা'লা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে কতিপয় সূক্ষ্ম পরীক্ষাও রেখেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এটাও রীতি ছিল যে, প্রথমে নযরানা (উপঢৌকন) না দেয়া পর্যন্ত কেউ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে কোনরূপ পরামর্শ চাইবে না কিন্তু এতেও মুনাফিকদের জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল। আমি নিজে অনুভব করছি যে, এখনকার পরীক্ষা দ্বারাও উন্নত শ্রেণীর মুখলেস (খাঁটি বিশ্বাসী) ব্যক্তিরা যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে সকল পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান দিবেন, তাঁরা অন্যান্য লোক থেকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন এবং এটা প্রমাণিত হবে যে, বয়আতের প্রতিজ্ঞাকে তাঁরা বাস্তাবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং নিজ সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য এ ব্যবস্থা মুনাফিকদের কাছে কঠিন বলে মনে হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের অবস্থা ফাঁস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তারা পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক এই কবরস্থানে কখনো সমাহিত হতে পারবে না।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ

অর্থাৎ–"তাদের হৃদয়ে ব্যাধি ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের সে ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিলেন।" (সূরা বাকারা **2:11**–অনুবাদক)।

কিন্তু এই কাজে অগ্রবর্তীরা সাধু পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন এবং খোদাতা'লার রহমত তাঁদের উপর চিরকাল বিরাজ করবে।

পরিশেষে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিপদাবলীর সময় আগত প্রায় এবং একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসন্ন যা ভূ-পৃষ্ঠকে ওলট-পালট করে দিবে। সুতরাং যিনি আযাব দেখার আগেই নিজেকে সংসারত্যাগী বলে প্রমাণ করবেন এবং এটাও প্রমাণ করবেন, কিভাবে আমার আদেশ পালন করেছেন, খোদার কাছে তিনিই প্রকৃত মু'মিন বলে বিবেচিত হবেন এবং তাঁর খাতায় অগ্রগামী ও শীর্ষ স্থানীয় বলে লিখিত হবেন। আমি সত্য সত্যিই বলছি, সেই সময় আগত প্রায়, যখন এমন একজন মুনাফিক, যে সংসার প্রেমে মত্ত হয়ে এই আদেশ লংঘন করেছে, আযাবের সময় সে আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়! যদি আমি আমার সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ খোদার পথে উৎসর্গ করেও এ শাস্তি থেকে রক্ষা পেতাম। স্মরণ রাখবে, এই আযাব দেখার পর ঈমান আনা নিষ্ফল হবে এবং সদকা খয়রাত কেবলই বৃথা যাবে। দেখ, আমি তোমাদেরকে খুব নিকটবর্তী আযাবের সংবাদ দিচ্ছি। নিজের জন্য সেই পাথেয় অতি সত্বর সঞ্চয় কর যেন কাজে লাগে। আমি এটা চাই না যে, তোমাদের কাছ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করি এবং নিজের করায়ত্ব করি বরং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তোমরা একটি আঞ্জুমানের কাছে তোমাদের অর্থ সোপর্দ করবে এবং বেহেশতী জীবন লাভ করবে। এমন অনেক লোক আছে যারা সংসার প্রেমে মগ্ন হয়ে আমার আদেশ লংঘন করবে, কিন্তু খুব শীঘ্র (তাদেরকে) পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তখন তারা শেষ মুহূর্তে বলবে ঃ

هٰذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

অর্থাৎ- "এটাতো তা-ই,যার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রসূলগণও বলেছিলেন"। (সূরা ইয়াসীন 36 : 53 - অনুবাদক)।

والسّلام علٰی من اتّبع الهُدٰی۔

অর্থাৎ-'হেদায়েতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

লেখক ঃ খাকসার

৬ই জানুয়ারী ১৯০৬ইং মির্যা গোলাম আহ্মদ

খোদার প্রেরিত মসীহ্ মাওউদ

পরিশিষ্ট - ২

ওসীয়্যত সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমর্থিত কতিপয় নিয়মাবলী

কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ট্রাস্টিদের

প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতি

অধিবেশনের তারিখ : ২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ

জলসায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ

হজরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব, প্রেসিডেন্ট। খাঁন সাহেব মোহাম্মদ আলী খাঁন সাহেব,সাহেবজাদা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব,মৌলভী সৈয়্যদ মহম্মদ আহসান সাহেব, খাজা কামালউদ্দীন সাহেব,ডাক্তার সৈয়্যদ মহম্মদ হুসেন সাহেব, সেক্রেটারী মজলিশ।

যেহেতু কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল এবং বাইরের বন্ধুদের অবগত করতে পর্যাপ্ত সময় ছিল না। সেই কারণে হজরত ইমাম (আ.) এর অনুমতিক্রমে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারিত হয়েছিল

১। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ওসীয়্যতের প্রস্তাবিত খসড়াটি....অনুমোদন করা হোক।

২। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ওসীয়্যতের খসড়াটির আট শতাধিক প্রতিলিপি

মুদ্রণ করা হবে। এবং আল হাকাম ও বদর পত্রিকাতেও তা ছাপানো হবে।

৩। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ওসীয়্যতকারীকে নিম্নলিখিত নির্দেশিকা প্রেরণ করা হবে। এবং এই নির্দেশিকা যেন ওসীয়্যত ফর্মের নীচে মুদ্রিত থাকে।

(ক) যদি প্রয়োজন পড়ে তবে ওসীয়্যতকারী যেন ওসীয়্যতের খসড়াটি....চেয়ে পাঠান। আর সাদা কাগজে অবিকল এটি নতুনরূপে লেখেন এবং যেখানে যেখানে জায়গা ছাড়া হয়েছে সেখানে অবস্থানুযায়ী স্বয়ং পূরণ করেন। আর যেন ওসীয়্যতের জন্য শক্ত কাগজ লাগানো হয়।

(খ) যতদূর সম্ভব ওসীয়্যত পত্র রেজিষ্ট্রি করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব সাক্ষ্যের স্থানে ওসীয়্যত পত্রে ওসীয়্যতকারীর উত্তরাধিকারী ও শরীকদের দস্তখত থাকবে এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি সাক্ষী থাকবেন।

(গ) ওসীয়্যতকারী এবং সাক্ষ্য প্রদানকারী শিক্ষিত হোন বা নিরক্ষর, আপন আপন স্বাক্ষর অথবা মোহর ছাড়াও টিপ সই অবশ্যই লাগাবেন। আর যারা শিক্ষিত তারা স্বাক্ষরও করবেন। এবং পুরুষ বাম হাতে এবং মহিলা ডান হাতে টিপসহি প্রদান করবেন।

(ঘ) ওসীয়্যতকারী লিখতে সক্ষম হলে, তিনি তাঁর ওসীয়্যত পত্র নিজ হাতে লিখে সম্পাদন করবেন।

(ঙ) ওসীয়্যতের জন্য ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই।

(চ) যদি ওসীয়্যতকারীর বিশেষ কোন পরিস্থিতি থাকে এবং তার কারণে

যদি কোনও আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে তিনি....আঞ্জুমানের আইনী উপদেষ্টাকে পত্র মারফৎ তা অবগত করতে পারেন।

৪। পাঞ্জাবের ভূমি-অধিকর্তাদের ওসীয়্যতের ব্যাপারে কোন বিঘ্ন থাকলে,

তাঁরা যে পরিমাণ সম্পদ ওসীয়্যত করতে চান, তা ওসীয়্যতের পরিবর্তে তাঁদের জীবদ্দশায় হেবা করে দিবেন এবং হেবা নামায় পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের (যদি কেউ থাকেন) দস্তখত করাবেন, যা দ্বারা তাঁদের সম্মতি প্রকাশ পায়। হেবা নামা রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং হেবাকৃত সম্পদ কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিস মো'তামাদীনের নামে দাখিল-খারিজ করতে হবে। কিন্তু এমন স্থলে তাঁদের নবোপার্জিত সম্পদ সম্বন্ধে এমন হেবা-পত্র সময়ে-সময়ে সম্পাদন করতে হবে।

৫। উল্লেখিত ৪র্থ প্রস্তাবে বর্ণিত হেবা-নামা সম্পাদনে বাধা থাকলে, যে পরিমাণ সম্পদ ওসীয়্যত বা হেবা করতে চান, তার বাজারদর নির্ধারণ করে অথবা তা বিক্রয় করে উক্ত নির্ধারিত মূল্যের টাকা অথবা বিক্রয়লব্ধ টাকা কবরস্থানের কার্য নির্বাহী সমিতিতে প্রদান করতে হবে; কিন্তু এমতাবস্থায়, নতুন কোন সম্পদ ক্রয় করা হলে সেক্ষেত্রেও সময়ে-সময়ে এমনই করতে হবে।

৬। যে সব বন্ধুর কোন স্থাবর সম্পত্তি নেই কিন্তু আয়ের অন্য উৎস আছে-তাঁরা তাঁদের আয়ের ন্যূনকল্পে দশমাংশ প্রতিমাসে আঞ্জুমানে প্রদান করবেন। যে চাঁদা তাঁরা সিলসিলা আলীয়ার সাহায্যকল্পে এখন প্রদান করেন তা উক্ত দশমাংশের সাথে একত্রিত রাখতে চাইলে তা করতে পারেন কিংবা পৃথক করতে পারেন। তাঁরা যদি তাঁদের বর্তমান চাঁদাকে এই অংশের সাথে শামিল করতে চান তবে যেভাবে তাঁরা চাঁদা প্রেরণ করে চলেছেন তা প্রেরণ করতে থাকুন। আর উক্ত চাঁদা থেকে যা অবশিষ্ট থাকে তা 'ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মজলিশ কারপরদাজ মসালিহ কবরস্থান'(ভারপ্রাপ্ত অর্থসচিব কবরস্থান উন্নয়ন পরিষদ) -এর নামে প্রেরণ করুন। কিন্তু তাঁদেরকে এ ওসীয়্যত করতে হবে যে, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ত্যক্ত সব কিছুরই দশমাংশের মালিক হবে আঞ্জুমান।

দ্রষ্টব্য : (১) যাঁরা 'মজলিশ কারপরদাজ মসালিহ কবরস্থান' সংক্রান্ত ওসীয়্যত এবং হেবা-নামা (দান-পত্র)-র আইনী দিকগুলি সম্পর্কে অবগত

হতে চান তাঁরা ওসীয়্যত কিংবা হেবা-নামা লেখার পূর্বে পত্রালাপ করতে পারেন।

(২) বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মজলিশ মো'তামাদীন(মজলিশের সেক্রেটারী)- র সঙ্গে পত্রালাপ করা যেতে পারে।

৭। কবরস্থান সংক্রান্ত অথবা আলওসীয়্যত পুস্তিকার ইশ্‌তেহার বাবদ যে সমস্ত চাঁদা প্রেরণ করা হবে তা একমাত্র 'ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মজলিশ কারপরদাজ মসালিহ কবরস্থান' -এর নামে আসতে হবে। অন্য কোন নামে নয়।

স্বাক্ষর ঃ মোহাম্মদ আলী, সেক্রেটারী

২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৬

স্বাক্ষর ঃ নূরুদ্দীন

১লা জুলাই, ১৯০৬

স্বাক্ষর : মির্যা গোলাম আহ্‌মদ